পঞ্চগড় জেলার সমতলের চা শিল্প

- স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্ত পদে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। জাতীয় অর্থনীতিতে চা শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। বাংলাদেশে চা শিল্পের বিকাশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৫৭-৫৮ সময়কালে তিনি চা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনিই চা বোর্ডের প্রথম বাঙালী চেয়ারম্যান। সে সময়ে চা শিল্পে মাঠও কারখানা উন্নয়ন এবং শ্রম কল্যাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার রফতানি বাড়াতে পাট এবং চা শিল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর কৌশল হাতে নিয়েছে।
- বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও সিলেটের পর পঞ্চগড় অন্যতম চা অঞ্চল হিসেবে এরই মধ্যে দেশে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। পঞ্চগড় ইতোমধ্যে দেশের দ্বিতীয় চা উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। একসময়ের পতিত গো-চারণ ভূমি ও দেশের সবচেয়ে অনুন্নত জেলা এখন চায়ের সবুজ পাতায় ভরে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে চোখ জুড়ানো নৈসর্গিক সৌন্দর্য। দেশের বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করেছে পঞ্চগড়ের চা।
- হিমালয় কন্যা খ্যাত সবুজ শ্যামলে ঘেরা দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে চা চাষ শুরুর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চগড় সফরে এসে চা চাষের সম্ভাবনার কথা বলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তার ফসল আজকের পঞ্চগড়ের চা বাগান। অতঃপর ওই সময়ের জেলা প্রশাসক জনাব মো. রবিউল ইসলামের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলকভাবে চা চাষ করা হয়। প্রথমে টবে, পরে জমিতে চায়ের চাষ করা হয়। সে সফলতা থেকে পঞ্চগড়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা উৎপাদন করা হয়। ১৯৯৯ সালে উত্তরবঙ্গে চা চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ চা বোর্ডের একটি বিশেষজ্ঞ দল পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় জরিপ চালিয়ে ৪০,০০০ একর জমিতে চা চাষের সম্ভাবনা নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে ২০০০ সালে সর্বপ্রথম তেঁতুলিয়া টি কোম্পানী লিমিটেড (টিটিসিএল) এবং কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেট বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু করে। সেই থেকে হাটি হাটি পা পা করে পঞ্চগড়ের চা আজ ব্যাপক পরিচিত লাভ করেছে। পঞ্চগড়ের চা শিল্পের উন্নয়নে সরকারের সঠিক দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ চা বোর্ড ও জেলা প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের এই অবহেলিত অঞ্চল মঙ্গা নামক অভিশাপ্ত শব্দটিকে জয় করতে পেরেছে।
- ২০২১ পঞ্চগড় জেলায় ৮টি নিবন্ধিত ও ২০টি অনিবন্ধিত চা বাগান এবং ৭ সহস্রাধিক ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানের মোট ৯,৭৪৮ একর জমিতে চা চাষ হয়েছে। উক্ত চা আবাদী থেকে ৬ কোটি ২৩ লক্ষ ৮৫ হাজার কেজি সবুজ কাঁচা চা পাতা এবং ২০টি চলমান চা ফ্যাক্টরীতে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার কেজি তৈরি চা উৎপাদিত হয়েছে। যা বিগত বছরের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ১৫ শতাংশ চা উৎপন্ন হয় এ অঞ্চলে। পঞ্চগড় জেলার চা আবাদী ও উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পঞ্চগড় জেলায় ৬টি ক্ষুদ্র চা চাষি সমবায় সমিতিকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক পঞ্চগড়ে মোট ৪১টি চা কারখানাকে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বর্তমানে ২২টি চা কারখানা চলমান আছে।
- বর্তমান সরকারের আমলে পঞ্চগড় জেলায় চা আবাদীর পরিমাণ প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৭৪৮ একরে উন্নীত হয়েছে এবং চায়ের উৎপাদন প্রায় ২২ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। যার বাজার মূল্য ২৫০ কোটি টাকা। যেখানে ২০০৯ সালে চা আবাদীর পরিমাণ ছিল মাত্র ২২৮৪ একর এবং চায়ের উৎপাদন ছিল ৬.৫ লক্ষ কেজি।

- পঞ্চগড়ের ৮টি বড় চা বাগানে কর্মরত চা শ্রমিক রয়েছে ৮৭৫ জন। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী শ্রমিক। বর্তমান সরকারের আমলে পঞ্চগড় জেলায় চা বাগান, ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান ও চা কারখানায় প্রায় ২০,০০০-২৫,০০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে ২০০৯ সালে জেলায় চা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০ জন। জেলার চা চাষিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন হয়েছে। জেলার চা শ্রমিকগণ কেজি প্রতি ৩.০০ টাকা চুক্তিতে দৈনিক কমপক্ষে ৫০০-৬০০ টাকা আয় করে থাকেন। এতে তাঁদের দারিদ্র বিমোচন হয়েছে, পারিবারিক জীবন সচ্ছল হয়েছে, তাঁরা তাঁদের সন্তানদের স্কুলে লেখাপড়া করাতে সক্ষম হয়েছে। জেলার গরীব ও দুস্থ চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শ্রমিক প্রতি ৫,০০০/= টাকা হারে খাদ্য সহায়তা প্রনোদনা প্রদান করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উক্ত কর্মসূচির আওতায় জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পঞ্চগড় সদর উপজেলায় ২৭৩ জন, তেঁতুলিয়া উপজেলায় ৩৭৯ জন ও আটোয়ারি উপজেলায় ৩০ জন অর্থাৎ পঞ্চগড় জেলায় ৬৮২ জন চা শ্রমিকদের খাদ্য সহায়তা বাবদ জনপ্রতি ৫,০০০/= টাকা হারে মোট ৩৪,১০,০০০.০০ টাকা আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।
- এছাড়াও সরকার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলার চা শ্রমিকদের ল্যাট্রিন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছে।
- বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক চাষিদের স্বল্পমূল্যে উন্নত জাতের চারা, কৃষি ইকুইপমেন্ট, সেচ যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে এটুআই কর্মসূচীর আওতায় 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' মোবাইল অ্যাপ, চাষিদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণের জন্য দেয়াল ও ছাদবিহীন 'ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল' চালু করা হয়েছে।
- চা শিল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর অসামান্য অবদান ও পঞ্চগড়ের চা শিল্পের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা, পঞ্চগড়ে চায়ের ইতিহাস ইত্যাদির তথ্যবহুল স্থিরচিত্র সম্বলিত 'বঙ্গবন্ধু চা গ্যালারী' পঞ্চগড় চা বোর্ড আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে।
- পঞ্চগড়ে উৎপাদিত চা বিপণন সহজীকরণ ও চাষিদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পঞ্চগড়ে দেশের ৩য় চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।